নববি যুগে মদিনার সমাজব্যবস্থা

আকরাম জিয়া উমরি

অনুবাদ
ইমরান হোসাইন নাঈম

ইলহাম
শব্দ ও পাঠকের সংযোগ

অনুবাদকের কথা

বইপত্রে আমরা সমাজের সংজ্ঞা পড়ি। সমাজের সংজ্ঞা যুগ যুগ ধরেই পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কি 'সমাজ' বলতে কিছু আছে? সহজ করে সমাজের সংজ্ঞা হলো, যেখানে মানুষ 'সুখে-দুঃখে' পরস্পরে বসবাস করে। কিন্তু এই সংজ্ঞার কোনো প্রায়োগিক রূপ কি আমরা দেখতে পাই? বিচ্ছিন্নভাবে কিছু দেখতে পেলেও বড় আকারে এর প্রায়োগিক রূপ আমাদের সামনে নেই।

আমাদের সমাজ শ্বাপদসংকুল। চারদিকেই শুধু হিংস্রতা। অন্যকে নামিয়ে নিজে বড় হবার প্রচেষ্টা। 'সুখে-দুঃখে' বাস করা একটি মিছে কথা। বরং দেখতে পাই, নিজের সুখের জন্য আমরা অন্যকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিই। যার আছে, সে আরো চায়। ধনীরা খাবার ছিনিয়ে নেয় গরিবের মুখ থেকে। মানুষে মানুষে কোনো মিল নেই। নেই কোনো বন্ধন। ভ্রাতৃত্ববোধই আজ হারিয়ে গেছে বহুদূরে।

অথচ মদিনার কথা চিন্তা করুন। মক্কা থেকে মুসলমানগণ হিজরত করছেন। মদিনায় দলে দলে লোকজন এসে উপস্থিত হচ্ছেন। নিত্যদিনই জনসংখ্যা বাড়ছে। মুহাজিরগণ কেবল দুদিনের মেহমান হিসেবে আসেননি। তারা মদিনায় স্থায়ীভাবে থাকতে এসেছেন। সুতরাং তাদের জন্য চাই বাসস্থান, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা চাই এবং যথাযথ কাজের সুযোগ চাই। এগুলোর ব্যবস্থা না হলে মদিনার সমাজ চরম সংকটে পড়ে যাবে।

অন্যদিকে চারদিকেই শত্রুরা ওত পেতে আছে। ভেতর-বাইরে উভয় দিকই চরম সংকটপূর্ণ। ঠান্ডামাথায় ভাববার মতো অবস্থা তখন নয়। কিন্তু ভাবতে হবে। মদিনার সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। শত্রুর হাত থেকে যেমন দেশকে বাঁচাতে হবে। তেমনই দেশের লোকদের বাসস্থান ও কর্মসংস্থানও করতে হবে। অথচ চারদিকেই শুধু সংকট ও শঙ্কা—মানুষের খাবার নেই, থাকার জায়গা নেই, কাজের সুযোগ নেই, তার ওপর বাইরে শত্রু ও ভেতরে মুনাফিকরা গিজগিজ করছে।

একটা সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সংকট ও শঙ্কাই দূর করলেন। তবে ভাববার বিষয় হলো, তিনি এক তুড়িতেই সকল সমস্যা দূর করেননি। তাঁকে দীর্ঘ সময় নিয়ে মদিনার সমাজ গড়ে তুলতে হয়েছে। তিনি রাজার হালে বসে থেকে কর্মীদের শুধু আদেশ-উপদেশ দিয়ে যাননি। সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে

ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সকল সাহাবিই ছিলেন তাঁর কর্মীবাহিনী। তারাও ছিলেন আন্তরিক ও ন্যায়নিষ্ঠ। তারাও নিজের জানমাল সব উজাড় করে দিয়েছিলেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টা দিয়ে তারা গড়ে তুলেছেন মদিনার সমাজ— ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র।

মদিনার সমাজ কীভাবে গড়ে উঠল? কেমন ছিল মদিনার সমাজ? ইসলাম-পূর্ব মদিনা কেমন ছিল? মদিনার তৎকালের সংবিধান কেমন ছিল? কীভাবে সাহাবিগণ পরস্পরে মিলে কাজ করেছেন? একটি সম্পূর্ণ নতুন দেশে এসে কীভাবে তারা কর্মসংস্থান জোগাড় করেছিলেন? বেকারত্ব কীভাবে দূর হলো? একজন ভাই অন্য ভাইয়ের জন্য কীভাবে তার সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিলেন? রাষ্ট্রপ্রধান রাসুলুল্লাহ কীভাবে অভাবীদের থাকা-পরার ব্যবস্থা করলেন? গৃহহীন ও কর্মহীন লোকদের থাকা-পরার ব্যবস্থা কীভাবে হয়েছিল? এককথায়, কীভাবে জিরো থেকে হিরো হয়ে উঠল মদিনার সমাজ?

বক্ষ্যমান গ্রন্থে উক্ত সকল প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে। অবশ্য কেবল মদিনার সমজাব্যবস্থা তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং 'সহিহ বর্ণনা' দ্বারা মদিনার সমাজচিত্র তুলে ধরাই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামি ইতিহাসকে 'ঢেলে সাজানোর'[১] একটি পরিকল্পনা নিয়ে লেখক কাজ করছেন। সেই কাজেরই একটি অংশ হলো বক্ষ্যমান গ্রন্থটি।

এই বই পাঠ করলে কী লাভ হবে?

পাঠকগণ দুটি লাভ পাবেন।

১. তারা মদিনার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করবেন।
২. এবং একটি সমাজ কীভাবে গড়ে ওঠে, তার নববি রূপরেখার সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

বইটি প্রকাশ করে পাঠকদের সামনে নিয়ে আসার জন্য 'ইলহাম' প্রকাশনী ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

ইমরান হোসাইন নাঈম
২০.১১.২০২৩
রোববার, সকাল ১১ :৯
সূত্রাপুর, ঢাকা।
imranhossainnayeem330@gmail.com

---

১ ঢেলে সাজানো বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন, তা লেখকের ভূমিকা পাঠ করলেই পরিষ্কার হবে।

পূর্বকথা

হামদ ও সালামের পর...

ইসলামি ইতিহাসকে ঢেলে সাজানো যুগপৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কাজ। এখানে একই সাথে একাধিক বিষয়ের সাযুজ্য থাকতে হবে। যেমন ঐতিহাসিক বয়ান ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক হওয়া। সেই সাথে ইতিহাস বিশ্লেষণের ধারা বজায় রাখা এবং আধুনিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের মতামতকে সামনে রাখা।

কোনো মুসলিম গবেষকই স্বাধীনভাবে ঐতিহাসিক যেকোনো অবস্থান ও ব্যাখ্যা গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারেন না। তিনি শরিয়তের নিয়মনীতির কাছে বাঁধা।

সুতরাং ইসলামি ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের (হাদিস যাচাইয়ের) মানদণ্ডের ওপর তার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। হাদিস যাচাইয়ের মতো করে ঐতিহাসিক বর্ণনাকেও যাচাই করতে হবে বিশুদ্ধ ইতিহাস তুলে আনার জন্য। এই নীতিমালাই মূলত ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক শিকড়, ইসলামি ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যা অনুসৃত হয়ে আসছে।

আমি বক্ষ্যমান গ্রন্থের লেখকের সাথে এই বিষয়ে একমত যে ধারাবাহিকভাবে ইসলামি ইতিহাসকে ঢেলে সাজানো প্রকৃতপক্ষেই একটি জটিল কাজ। কেননা, মধ্যখানে রয়েছে চৌদ্দশ বছরের দীর্ঘ ব্যবধান । বিশেষ করে ইসলামের প্রথম যুগকে বিন্যাসকরণ আরো জটিল ও দুরূহ কাজ। কারণ, ওই যুগের ঘটনাবলির একটি প্রায়োগিক দিক রয়েছে এবং ওই যুগের সাথে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা সম্পৃক্ত।

এই ধরনের সংস্কারমূলক গবেষণার ফলাফল ও উপসংহার তখনই যথাযথ, মূলানুগ ও সমৃদ্ধ হবে, যখন গবেষক ইসলামি মানহাজকে ব্যাপকভাবে ধারণ করবেন, উসুল ও সুনির্দিষ্ট মূলনীতির অনুসরণ করবেন, যখন তার মানহাজ সঠিক থাকবে, তার ইলমি ও জ্ঞানগত ধারা সঠিক হবে এবং যখন তার চিন্তাগত যাত্রা থাকবে অবিচল।

ওস্তাদ আকরাম জিয়া 'উমরি তারিখু সদরিল ইসলাম' (ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস) নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। আল্লাহ সুবানাহু তাআলার তৌফিকে তিনি তার উক্ত পুস্তিকায় একটি মৌলিক ও অনুসরণীয় মানহাজ বা পদ্ধতি উপস্থাপনের যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। (বক্ষ্যমান গ্রন্থের শুরুতে পুস্তিকাটি যুক্ত করা হয়েছে।)

সেখানে তিনি একটি সমৃদ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ইসলামি ব্যাখ্যাও একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ওই ব্যাখ্যাগুলো উৎসারিত। বিষয়টি এমন যে ইসলামের 'ইতিহাস বিশ্লেষণও' মূলত নিরঙ্কুশ ইমানের ওপর নির্ভরশীল— আল্লাহ তাআলা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, আখেরাত ও তাকদিরের ভালো-মন্দ ইত্যাদি সকল কিছুর ওপর প্রশ্নহীন ইমানই তার মূল ভিত্তি।

অতঃপর তিনি ইসলামের 'ইতিহাস বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য' পর্যালোচনা করেছেন। সেই সাথে মুহাদ্দিসদের পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলামি ইতিহাস ব্যাখ্যার 'উদ্দেশ্য' স্পষ্ট করেছেন। হাদিস যাচাইয়ের মানদণ্ডকে ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যে ফলাফল তিনি পেয়েছেন, তা-ও সেখানে দেখিয়েছেন।

বাস্তবিকপক্ষেই তার এই কাজ মৌলিকত্ব, উৎকৃষ্টতা ও বস্তুনিষ্ঠতায় অনন্য, যার মূল্যায়ন ও মর্যাদা বলা বাহুল্য।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসকে ঢেলে সাজাতে চাইলে সিরাতের উৎসগ্রন্থ পাঠ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়— তা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। 'ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস লেখার পদ্ধতি' শিরোনামে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সিরাতের উৎসগ্রন্থের উৎকৃষ্টতা ও বৈচিত্র্য বিষয়েও চমৎকার আলোচনা তুলে ধরেছেন। এই গবেষণায় তিনি সিরাতের উৎসগ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা করেছেন, যে গ্রন্থগুলো মৌলিক ও কোরআনে কারিম ও হাদিস শরিফের অনুসরণে লিখিত। সেই সাথে তিনি দালায়েল, শামায়েল ও সিরাতের বিশেষ গ্রন্থ এবং সাধারণ ইতিহাসের মাঝেও পর্যালোচনা তুলে ধরেছেন। অনুরূপ তিনি সম্পূরক উৎসগ্রন্থগুলোর পর্যালোচনা করেছেন, সিরাত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ কাজে আসে।

বিভিন্ন ধরনের উৎসগ্রন্থগুলোর মূল্যায়ন জানা এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে তা থেকে উপকৃত হবার পদ্ধতি জানার জন্য উক্ত পর্যালোচনা খুবই উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টা।

পূর্বেই আমরা বলেছি যে ইতিহাসের পর্যালোচনা ও ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামি পদ্ধতি অনুসরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত গবেষণায় এই বিষয়টিও উঠে এসেছে।

অতঃপর গবেষক তার নির্ধারিত মূলনীতির আলোকে মদিনার সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও তার প্রাথমিক নিয়মনীতির আলোচনা তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি মূলত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাথমিক বিধিবিধানের পর্যালোচনা করেছেন। আলোচনা একই সাথে দীর্ঘ ও চমৎকার। নিঃসন্দেহে এটি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইসলামি পদ্ধতির প্রয়োগ এবং হাদিস যাচাইয়ের মূলনীতির ওপর নির্ভর করার একটি অনুসৃত ও অনুপম প্রচেষ্টা।

আরো তিনটি কারণে এই গবেষণার গুরুত্ব ফুটে ওঠে। এক. গবেষক মৌলিকভাবে আকরগ্রন্থগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন। দুই. তিনি যাচাই-বাছাই করেছেন। তিন. যাচাইয়ের স্বীকৃত স্তরগুলোতে উত্তীর্ণ হবার পরই তিনি কোনো তথ্য গ্রহণ করেছেন। কেবল মৌলিক গ্রন্থে তথ্য পেয়েই তা লুফে নেননি।

জামেয়া ইসলামিয়া এই গবেষণাকর্মটিকে প্রকাশ করে মূলত গবেষকদের উৎসাহ প্রদান করছে, যাতে তারাও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইতিহাসের প্রতিটি যুগের সংস্করণ করে। ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোকে বাস্তবভিত্তিক মানদণ্ডে যাচাই করেই তবে গ্রহণ ও বর্জন করেন এবং জগৎ, জীবন ও মানুষের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই তারা ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন।

প্রকৃতপক্ষেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের ইতিহাসের নতুন সংস্করণ খুবই দরকার। যে গবেষণা হবে স্বতন্ত্র, যা আমাদের ঐতিহ্যকে ধারণ করবে এবং যা আমাদের অতীতকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং যার মাধ্যমে রক্ষা পাবে আমাদে তুরাছ বা উত্তরাধিকার

অতীতের শক্ত ভূমিতে আমাদের বর্তমান জাগরণকে স্থাপন করার বিকল্প নেই। এভাবেই মূলত আমরা ইতিহাস বিচ্ছিন্নতা ও বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পাব।

আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফিকদাতা

— আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ জায়েদ
মদিনা ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট

মুখবন্ধ

হামদ ও সালামের পরে...

এই গবেষণাকর্মটি সময়ে সময়ে করা। অবসর সময়ে এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো দেখেছি। এখানে মূলত মুহাদ্দিসদের 'যাচাই প্রক্রিয়া' অনুসারে ঐতিহাসিক বর্ণনাকে বাছাই করার চেষ্টা করেছি। আশা করি, আল্লাহর রহমতে এই প্রচেষ্টাটি ফলপ্রসূ হবে।

এই প্রক্রিয়ায় সিরাতের প্রতিটি অধ্যায় এবং সেই অনুসারে খেলাফতে রাশেদার যুগকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা সময়সাপেক্ষ কাজ। এর জন্য পূর্ণ অবসর প্রয়োজন। আশা রাখি অচিরেই তা হবে, ইনশা আল্লাহ।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে আমার অনেক বড় স্বপ্ন। ইসলামি ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টার সুবিন্যস্ত রূপ পাওয়ার আশা রাখি, যাতে তাদের মতামত থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি। কেননা, ঐতিহাসিক বর্ণনাকে হাদিসের মানদণ্ডে যাচাই করার প্রচেষ্টায় আমরা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছি। এটি খুবই কঠিন কাজ। এর জন্য হাদিসের পরিভাষাগুলো পূর্ণ আয়ত্তে থাকা আবশ্যক এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে যে শিথিলতা রয়েছে, তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও কর্তব্য।

মাস্টার্স ও ডক্টরেট পড়ার জন্য উচ্চতর পড়াশোনার সময় আমি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যেগুলোর পটভূমি ছিল হাদিস, মাগাজি ও ইতিহাসে সিরাতবিষয়ক যত বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোকে যাচাই-বাছাই করা, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের প্রাপ্ত জ্ঞান আরো মজবুত হয়।

উক্ত প্রবন্ধগুলোর কতক সম্পাদনা করেছি। আর বাকিগুলো সম্পাদনার পথে আছে।

আমার দৃষ্টিতে গত ছয় বছর ধরে মদিনা ইউনিভার্সিটি যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছে, তা সিরাতুন নবির অধ্যয়নকে মজবুত ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

যদিও প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোতে অপূর্ণতা থাকে— এটাই স্বাভাবিক। তবে আমার বড় আশা যে আমরা এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আরো উন্নতি করতে পারব, যাতে সিরাতুন নবিকে সব দিক থেকে পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যায়, যেখানে বর্ণনাগুলো হবে নির্ভরযোগ্য এবং যেখানে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ প্রতিবিম্ব ফুটে উঠবে।

সব ইচ্ছা আল্লাহ তাআলাই পূর্ণ করেন। তিনিই তাওফিকদাতা। সরল পথের দিকে তিনিই পথ প্রদর্শন করতে পারেন।

ড. আকরাম জিয়া উমরি
মদিনা মুনাওয়ারা। আল জামেয়াতুল ইসলমিয়্যাহ। (মদিনা ইউনিভার্সিটি।)

মদিনা ইউনিভার্সিটির সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান নিযুক্ত হন। মদিনা ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি ইতিহাস বিভাগে শিক্ষকতা করেন। তিনি ষাটের অধিক থিসিসের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন।

এছাড়াও তিনি আরও বহু একাডেমিক সংগঠন ও কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ও রয়েছেন।

তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৫টি । সবগুলোই উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে কয়েকটি হলো : ১. আস সিরাতুন নাববিয়্যাহ আস সাহিহা। ২. আর রিসালাতু ওয়ার রাসুল। ৩. আল মুজতামা আল মাদানি ফি আসরিন নবুওয়্যাতি। ৪. আসরুল খেলাফাতির রাশিদা। ৫. বুহুছ ফি তারিখিস সুন্নাতিল মুশাররাফা।

ইতোমধ্যেই তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার লাভে সম্মানিত হয়েছেন।

সিরাত গবেষণায় তিনি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর একটি অসাধারণ কৃতিত্ব হচ্ছে ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মূলনীতির সাথে আধুনিক মূলনীতির সমন্বয় সাধন। উক্ত দুটি ভূমিকার জন্যই ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪১৬ হিজরিতে তিনি মুসলিম বিশ্বের নোবেল খ্যাত বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারে ভূষিত হন।

সূচিপত্র

ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ১৯
ইতিহাস ব্যাখ্যায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যসমূহ ২৪
সাধারণ ইতিহাসের যাচাই-বাছাইয়ে শিথিলতা ৪৪
সিরাতের উৎস সন্ধানে ৪৬
সম্পূরক উৎস ৬৯
শেষ কথা ৭০
হিজরতের পূর্বে মদিনার সমাজব্যবস্থা ৭২
ইয়াছরিব ৭২
ইয়াহুদি ৭২
আরব ৭৫
মদিনায় ইসলামের প্রভাব ৭৮
মদিনার সমাজ গঠনে হিজরতের প্রভাব ৮২
নববি যুগের ভ্রাতৃত্ব ও তার গঠন ৯১
মদিনার ভ্রাতৃত্ব ৯৩
ভ্রাতৃত্ববন্ধনের বিধান ৯৫
ভ্রাতৃত্বের উত্তরাধিকারের সমাপ্তি ৯৮
উত্তরাধিকারহীন ভ্রাতৃত্ব ১০০
আকিদাই ঐক্যের প্রধান ভিত্তি ১০৩
সম্প্রীতি মাদানি সমাজের খুঁটি ১০৮
জিহাদের ময়দানে ধনী-গরিব সমান ১১১
আহলে সুফফাহ ১১৩
গরিব মুহাজিরগণ ১১৩
সুফফা ১১৪
সুফাফার বাসিন্দারা ১১৫
তাদের সংখ্যা ও নামধাম ১১৭
নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ১২১
তাদের বেশভূষা ১২২
খাবারদাবার ১২৩
আহলে সুফফার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ১২৫
আহলে সুফফার বিষয়ে নাজিলকৃত আয়াতসমূহ ১২৯

সবচেয়ে বড় কথা, ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাস বেশ স্পর্শকাতরও। কেননা, ওই যুগের ঘটনাবলি স্রেফ ইতিহাসই নয়, বরং ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষার মাঝে সেগুলোর একটি প্রায়োগিক দিকও রয়েছে। ওই ইতিহাস একটি বাস্তবিক চিত্র ও নমুনা। বর্তমান সময়ে যে চিত্র ও নমুনার পথে চলার চেষ্টাই আমরা করছি। (সুতরাং ওই ইতিহাসের ভুল বয়না শুধু ইতিহাসকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, বরং তাতে ইমান, আকিদা ও ইসলামি নানান বিধানও ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকৃত হবে— অনুবাদক)

ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও তার কিছু বৈশিষ্ট্যও পর্যালোচনা করব। অতঃপর তুলে ধরব 'হাদিসের পারিভাষিক মূলনীতি'র আলোকে ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতি। সেই সাথে একটি ছোট্ট মুখবন্ধ বা কৈফিয়ত থাকবে— ইসলামি পদ্ধতিতে আমাদের ইতিহাসকে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তাবিষয়ক।

অন্যান্য জাতির ইতিহাসও তার সন্তানরা রচনা করে। যদিও সেখানে অন্যরাও অংশগ্রহণ করে থাকে। আমরা মুসলমানরা আমাদের ইতিহাস আমাদের হাতেই লিখব— এই দায়িত্ব প্রধানত আমাদেরই। আমাদের সভ্যতা, আমাদের মূলনীতি ও আমাদের মূল্যবোধ আমাদের মতো করেই বুঝতে হবে। যদি অন্য কেউ আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে চায়, তবে সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তা খুবই সীমিত। তবে তাদের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণীত হবে না এবং বিশ্ববাসীর সামনে ওদের দৃষ্টিভঙ্গিও আমরা পেশ করব না।

তবে যা হওয়ার দরকার ছিল, হচ্ছে তার উল্টোটা। হওয়া উচিত ছিল এমন যে আমাদের ইতিহাস দিয়ে আমাদের মূল্যায়ন নির্ধারিত হবে। কিন্তু হচ্ছে কী? আমাদের বর্তমানের ভঙ্গুর অবস্থা দিয়ে আমাদের ইতিহাস মূল্যায়িত হচ্ছে।

এমন কতক ইতিহাসবিদ রয়েছে, যাদের কেউ হয়তো ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা ইসলাম নিয়ে তাদের আছে অনীহা। এদের বিশ্বাস, অধুনার ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার পেছনে ইসলামের অতীত দায়ী। ইসলামের বিগত ইতিহাসকে তারা দোষারোপ